দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 14 JAN 1988
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

030

দৈনিক ইত্তেফাক

বৃহস্পতিবার, ২৯শে পৌষ, ১৩৯৪

অবিলম্বে বই প্রেরণ করুন

দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলির নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হইয়া গিয়াছে। কোন কোন স্কুলের নতুন ভর্তি পরীক্ষাও ইতিমধ্যে সমাপ্ত হইয়াছে। আবার যে স্কুলগুলির ভর্তি পরীক্ষা এখনো শেষ হয় নাই তাহাও শেষ হইয়া যাইবে আগামী সপ্তাহের মধ্যে। অর্থাৎ এই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের সকল ক্লাস রীতিমত শুরু হইবে--ইহা স্বভাবতঃই ধরিয়া নেওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবে তাহা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা গিয়াছে জানুয়ারী মাসে তো নয়ই, ফেব্রুয়ারী মাসেও ছাত্র-ছাত্রীরা বোর্ডের বই পাইবে কি না এ ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হইয়াছে। উল্লেখ অনাবশ্যক, স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য বইগুলির একটি অংশ বিনামূল্যে সরবরাহ করে স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড। স্কুল হইতেই তাহা পাওয়া যায়। অন্য অংশ অভিভাবকদের ক্রয় করিতে হয় বই-পুস্তকের দোকান হইতে। দুঃখের বিষয়, বোর্ডের বই কোন বছরই ছাত্র-ছাত্রীরা নির্ধারিত সময়ে পায় না। কোন বছর ছাপাখানার গণ্ডগোলের কারণে বই প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। আবার কোন বছর বিলম্ব ঘটে বাঁধাই শ্রমিকদের অসহযোগিতার ফলে। পাঠ্য-পুস্তকের পান্ডুলিপি যথাসময়ে প্রকাশকদের নিকট না পৌছানোর দরুন বই প্রকাশে বিলম্ব হওয়ার ঘটনাও নিতান্ত কম নয়। অন্যদিকে বই ছাপা ও বাঁধাই হইলেই যে যথাসময়ে সেসব বই-পুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে গিয়া পৌঁছে তাহা নয়। প্রকাশিত বই বান্ডিল করা, যানবাহনের মাধ্যমে সকল শহর ও গ্রামের স্কুলগুলির নিকট পৌঁছানোরও একটি ব্যাপার রহিয়াছে ঃ যাহা একান্তই সময়-নির্ভর।

বস্তুতঃ প্রতি বছর যেহেতু উপরোক্ত কোন না কোন কারণে বই প্রকাশ ও প্রেরণে বিলম্ব ঘটে, সে জন্য আমরা কয়েক বছর পূর্ব হইতে নতুন বছর শুরুর অনেক আগে হইতে যথেষ্ট সময় হাতে রাখিয়া বোর্ডের বই প্রকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাবের প্রতি কোন আমল দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ইহা উল্লেখ না করিলেই নয় যে, বই প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক শ্রেণীর প্রেস ব্যবসায়ী ও শ্রমিক তাঁহাদের আর্থিক উপার্জনের মওসুম হিসাবে বোর্ডের বই প্রকাশের সময়টিকে বাছিয়া নেন। তাছাড়াও এক শ্রেণীর নোট বই (যদিও অবৈধ), টেস্ট পেপার, সিওর সাকসেস ধরনের বই-পুস্তকের কাটতি বৃদ্ধির জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে বিভিন্ন অজুহাত প্রদর্শন করিয়া বোর্ডের বই প্রকাশে বিলম্ব ঘটানো হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে এক শ্রেণীর বাঁধাই শ্রমিকও তাহাদের আর্থিক দাবী পুরণের জন্য প্রায় প্রতিবছর এই সময়টিকে বাছিয়া নেন। ইহা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু ইহার ফলে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমাদের তরুণ বংশধরেরা যাহাদের সহিত দাবী-দাওয়া বা ব্যবসার কোনই সম্পর্কে নাই।

জাতীয় শিক্ষা ক্ষেত্রে যে কী ধরনের অরাজকতা চলিতেছে তাহা নতুন করিয়া বলার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। এই অরাজকতার চাপে আমাদের এক-একটি বংশধারা প্রায় নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। এই পরিস্থিতিতে শিশু-কিশোর ও তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ধারা রক্ষা করিতে হইলে প্রেস শ্রমিক বা বাঁধাই শ্রমিদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া পূরণের বিষয়টাকে যেমন উপেক্ষা করা যাইবে না তেমনি সমাজের সকল শ্রেণীর লোকদের আগাইয়া আসিতে হইবে। এককথায় ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার স্বার্থকে সকল ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়গত স্বার্থের উর্ধ্বে রাখিতে হইবে। আমরা এই কারণেই পাঠ্যপুস্তক রচনা, প্রকাশ ও বিলিবন্টনের বিষয়টা বেসরকারী পর্যায়ে রাখার পক্ষপাতী। কিন্তু যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন বোর্ডকেই এ বিষয়ে সচেতন থাকিতে হইবে। কেননা তাহাদের নিষ্ঠা, দায়িত্ব পালন ও কর্তব্যকর্মের উপরেই দেশের লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ের শিক্ষা নির্ভরশীল। কারণ যাহাই হউক, বই প্রেরণে বিলম্ব ঘটিলে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ও শিক্ষাজীবন পিছাইয়া পড়ে। তরুণদের এই ক্ষতি কোনক্রমেই পূরণ করা সম্ভব হইবে না।